দৈনিক বাংলা

তারিখ ... ১৯।১২।৭৯ ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৪ ...

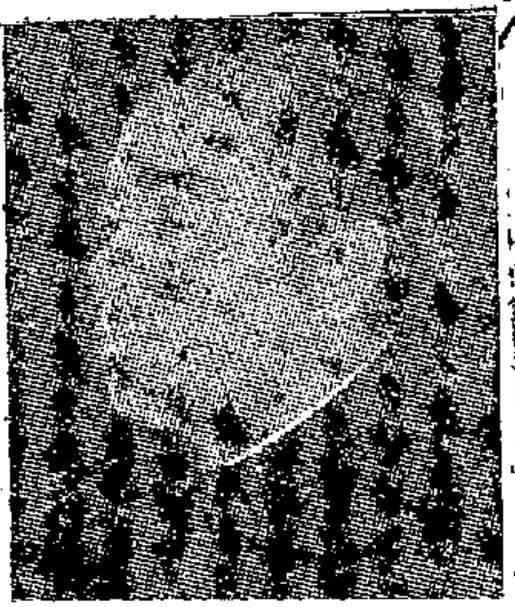



# মোল্লা জালালের ইন্তেকাল

(স্টাফ রিপোর্টার)

জাতীয় সংসদ সদস্য ও বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা মোল্লা জালাল-উদ্দিন মঙ্গলবার রাতে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহে রাজে-উন)। রাত সাড়ে ৮টায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি পিজি হাস-

(শেষ পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

## ইন্তেকাল

(১-এর পৃঃ পর)

পাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৫ বছর।

মোল্লা জালালের পারিবারিক সূত্র জানানো হয়েছে, সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় তিনি ঢাকা ওয়ারী ক্লাবে তাঁর পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে যান। এর কিছুক্ষণ পর তিনি অসুস্থ বোধ করেন এবং তাঁকে পিজি হাস-পাতালে পাঠানো হয়। এর কিছুক্ষণ পরই তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

মরহুম জালাল ১৯২৬ সালের পয়লা জানুয়ারী ফরিদপুর জেলার বাঁরধা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. এলএলবি ডিগ্রীলাভ করেন তিনি ১৯৪১-৪৭ সালে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পাকিস্তান আন্দোলনে অংশ নেন। '৪৬ সালে সিলেট গণভোটে তিনি অংশ নেন। তিনি আওয়ামী লীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। মোল্লা জালাল ১৯৬২-৭২ সাল পর্যন্ত আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নির্বাহী সদস্য ছিলেন। ৬৬ সালে ৬-দফা আন্দোলনের সময় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক গ্রেফতার হলে তিনি অস্থায়ী সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি '৭২ সালে আফ্রো-এশীয় সংহতি পরিষদের বাংলাদেশ শাখার সভাপতি ছিলেন। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় তিনি শেখ মুজিবের অন্যতম কৌশলী ছিলেন।

তিনি ১৯৭০ সালে তদানীন্তন পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন।

একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের বিশেষ দূত হিসেবে তিনি আরব দেশগুলো সফর করেন।

স্বাধীনতার পর তিনি আওয়ামী লীগ সরকারের ডাক ও তারমন্ত্রী নিযুক্ত হন। '৭৩ সালের নির্বাচনের পর মোল্লা জালাল বন ও পশুপালন দফতরের মন্ত্রী নিযুক্ত হন। '৭৪ সালে তিনি পদত্যাগ করেন।

বিশিষ্ট আইনজীবী মোল্লা জালালউদ্দিন '৭৯ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের (মালেক) টিকিটে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।

তিনি স্ত্রী ও এক ছেলে রেখে গেছেন। আজ জোহরের নামাজের পর বায়তুল মোকাররমে মরহুমের নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হবে। তাঁকে বনানী গোরস্তানে দাফন করা হবে।